উনিশ শতকীয় এক আধ্যাত্মিক দাম্প-ত্যর ইতিহাস : অ-ঘার প্রকাশ

স্মারিতা দত্ত[22]

সারাংশ:

বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যয় বলেছিলেন “Marriage according to the vedas is a union of flesh and bone with bone ". কিন্তু বেদের বিবাহ সম্পর্কিত এই সংজ্ঞা ছাড়িয়ে , শুধু শরীর নয় , আত্মার মিলনের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে এক নতুন সংজ্ঞা দান করে অঘোর-প্রকাশ৷ এটি উনবিংশ শত-কর একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা -যখা-ন স্বামী (প্রকাশচন্দ্র রায়) স্ত্রী (অ-ঘারকামিনী -দবী) -র মৃত্যুর পর রচনা ক-র-ছন এক অপরূপ স্মৃতিআ-লখ্য । -যখা-ন শুধু অবিমিশ্র পত্নী -প্রমই প্রকাশ পায়নি , একজ-নর কলম -যন -যৌথ -লখনী-ত রূপান্তরিত হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী লিখ-ছন .....বইখানা অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রের জোড় কলমে লিখিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না৷ আধ্যাত্মিক মিলনের ফলে তাঁহারা দু'জনে একটি ব্যক্তিত্বে। একটি সত্তায় পরিণত হইয়া ছিলেন।

মূল শব্দগুচ্ছ: দাম্পত্য , সহধর্ম্মিনী , আত্মিক মিলন , আধ্যাত্মিক বিবাহ

গ্রন্থটি দাম্পত্য সম্প-র্কর এক অন্য দিক আমা-দর সাম-ন উ-ন্মাচিত ক-র। উনবিংশ শতাব্দী-ত দাড়ি-য় (গ্রন্থটি রচিত হ-য়ছিল বিশ শত-কর এ-কবা-র -গাড়ার দি-ক ১৯০১ এ অঘোরকামিনীর মৃত্যুর পর)। যেখানে পত্নীকে দেখা হত শুধুমাত্র সেবিকা বা পরিচারিকারূপে যাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে স্বামীর প্রভুত্ব-ক নীর-ব -ম-ন -নওয়া , -সখা-ন প্রকাশচন্দ্র গ্র-ন্থর শুরুতেই পরলোকগতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখছেন যতদিন তুমি দেহে ছিলে সদাই দুজন দুজনার জীবনে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখনও তাহাই করিতেছি। ইহাতেই আমাদের উন্নতি , ইহা-তই আমা-দর অনন্ত আশা .....ইশ্বর করুন , এই রূ-প -যন আমি মিশিয়া থাকতে পারি (রায় , প্রকাশচন্দ ; ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ , ভূমিকা) স্বামী - স্ত্রীর এই দাম্পত্য সম্পর্ক-ক এ-ক অপ-রর পরিপূরক নয় সম্মিলিত রূ-প -দখা সত্যি ঐ সম-য় দাড়ি-য় বিরল। যদিও ব্রাহ্ম সমা-জ স্ত্রী-ক স্বামীর সহধর্ম্মিনী রূ-প -দখার চল ছিল তবুও এই রূ-প দু'জ-নর -যৌথ জীবন-ক চিন্তা করার উদাহারণ প্রায় বিরল।

প্রকাশচন্দ্র রায় (জন্ম শ্রীপুর , ১০ই জুলাই ১৮৪৭) , অ-ঘারকামিনী -দবীর (জন্ম শ্রীপুর , জুন ১৮৫৬) বিবাহ হয় ১৮৬৬ সা-লর -ফব্রুয়ারী - মার্চ মাসে , যখন পাত্রের বয়স ১৮ আর পাত্রীর ১০ , কিন্তু এই বিবাহ সমকালীন আর পাঁচটা বাল্যবিবা-হর মত ছিল না , -যখা-ন বিবাহ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা কর-ত গি-য় ব-ল-ছন .....বিবা-হর কথা বলি-ত ভাল লা-গ । -কননা বিবা-হর সময় হই-তই আমার জীব-নর -স্রাত পরিবর্তিত হইয়া -গল। আমার -বশ স্মরণ আছে বিবাহের রাত্রে যখন তোমার হাতে আমার হাতে এক করিয়া দেওয়া হইল , মনে

[22] গ-বষিকা, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষিকা, নবব্যারাকপুর প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়

মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে নিজের স্বভাব সংশোধন করিব ও এই রমনীর উপযুক্ত হইব (রায় , প্রকাশচন্দ ; ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ , পৃষ্ঠা ৩-৪)। -যখা-ন সমাজ -ম-য়-দর কা-ছই চিরকাল স্বামীর আজ্ঞানুবর্তনী হওয়ার , উপযুক্ত হওয়ার কথা বলে এসেছে সেখানে একজন পুরুষ বিবাহের রাত্রে স্ত্রীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করছেন এর চেয়ে অভিনবত্ব আর কী হতে পারে। এমনকী -ম-য়রাও এই ধারণা -পাষন কর-তা -য স্ত্রীর কা-ছ তার স্বামীই পরম আরাধ্য -দবতা সুতরাং দেবতার উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করাই যথার্থ স্ত্রী ধর্মের প্রতিপালন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ অন্ত:পুর পত্রিকায় প্রকাশিত এক রচনায় লেখিকা লিখছেন .....স্ত্রীর সহিষ্ণুতা ,দয়া ,ক্ষমা গুণে ভূষিতা হইয়া স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিনী হইবে (দাসী , গিরিবালা ; ভাদ্র ১৩০৮ , অন্ত:পুর পত্রিকা)।

১৮৮২ সা-ল পারিবারিক প্রব-ন্ধ ভূ-দব মু-খাপাধ্যয় লি-খ-ছন পতি ভিন্ন সতীর -দবতা আর দ্বিতীয় নাই। সেই দেবতার বিধি বোধিত পূজার জন্যই তাঁহার যাবৎ ক্রীয়া। গৃহকার্য্যে গমন।, স্বহ-স্ত রন্ধন , স্বয়ং পরি-বশন , দেহে অলঙ্কার ভার ধারন। সেই জন্যই তাঁহার সব , যে কার্য্যে স্বামী পূজা নাই , এরূপ কাজ সতীর ম-ন আই-স না।কিন্তু প্রকাশচন্দ্র রায় এরূপ ধারনা -পাষণ করি-তন না তার প্রমান তাঁর আত্মজীবনীর প্র-ত্যক পৃষ্ঠায় ছড়ি-য় আ-ছ । বিবা-হর পর শ্বশুরবাড়ি-ত বধূর দু:খ কষ্ট-ত তিনি সমব্যাথী হ-য়-ছন। নি-জর পরিবা-রর স্বার্থপরতা স্বীকার ক-র-ছন , স্ত্রী-ক সাত্বনা -দওয়ার -চষ্টা ক-র-ছন । এই সময়কা-লই আর এক গৃহবধূ অমিয়বালার ভাগ্য অঘোরকামিনীর মতো ছিল না। দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনী অমিয়বালা তাঁর ১৯১৯ খ্রী: ১৮ই জুলাই এর দিনলিপিতে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন .....আমার বড় আপ-শাষ হয় , -কন মরি-ত তা-ক -স কথা বলিয়াছিলাম , -কন স্বামীর কা-ছ সরল ম-ন নি-জর এই অসু-খর কথা জানাইয়াছিলাম (চক্রবর্ত্তী , সম্বুদ্ধ ; ১৯৯৮ খ্রী: পৃ:১৪৫-৪৬) ।এই সূত্র ধরেই তাঁর স্বামী অমিয়বালার পিসিমাকে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হবার অনুপযুক্ততার কথা জানি-য় এ-স-ছ কারন অমিয়বালার নাকি মহৎ রোগ ছিল। দাম্পত্য সম্পর্কের এই বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনীই ছিল বঙ্গের বেশীর ভাগ মেয়েদের কথা। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসে এই আপামর নারীদের চিত্রই তুলে ধরেছেন। শ্বাশুরী শ্বশুরবাড়ির অত্যাচা-র জর্জরিত সুবর্ণলতা -কানদিন স্বামী-ক পা-শ পান নি বরং তাঁর স্বামী নিজের মার কাছে অনুগত ছেলে হবার ভান করে স্ত্রীর কুখ্যাতিতে সঙ্গত করেছে, সবার কা-ছ নি-জর -পৌরুষত্ব-ক জাহির করার জন্য স্ত্রী-ক প্রহার কর-তও ছা-ড়নি । চিরকাল সুবর্ণলতা মরে মুক্তি পেতে চেয়েছে। বিধাতাকে প্রশ্ন করেছে কেন ? কেন ? (দেবী , আশাপূর্ণা ;১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ,পৃ ১৩২)। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র যখন তাঁর অতী-তর এক দু:খজনক ঘটনা-ক স্মরণ করছেন তখনও অনুভব করছেন মৃত্যুর পরেও স্ত্রী তাঁর এই অনুভবের সঙ্গী .....সেই বিদায় ও ক্রন্দন আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পরলোক হই-ত তুমিও কি -তামার অতীত জীব-নর -সই দিন স্মরণ কর না ? এই মানসিক নৈক-ট্যর দৃষ্টান্ত খুব -বশি -নই।

এই ব্রাহ্ম দম্পত্তির জীবন কথার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বিবাহের আধ্যাত্মিক দিক সম্ব-ন্ধ নিত্য স-চতন থাকা। তা-দর যুগ্ম আধ্যাত্মিক দাম্প-ত্যর ছবি সুন্দর ফু-ট উ-ঠ-ছ তা-দর জীবনকথার নবম পরি-চছ-দ , যার নামকরণ তপস্যার আরম্ভ। সত্যিই এ-যন -কান

ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয় সংযমের তপস্যার ইতিবৃত্ত, এই রকমই এক দিব্য দাম্পত্যের তপস্যার চিত্র পাই উনবিংশ শতকের যুগপুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ এবং সারদামণির দাম্পত্যের ক্ষেত্রে। শ্রী রামানন্দ চ-ট্টাপাধ্যয় প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন এই সময় শ্রী রামকৃষ্ণ এবং সারদামণি এক শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন। দেহবোধ বিরহিত রামকৃষ্ণ এর প্রায় সমস্ত রাত্রি এই কালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত।.....বৎসরাধিক কাল অতীত হই-লও রামকৃ-ষ্ণর ম-ন

একক্ষ-নর জন্যও -দহবুদ্ধির উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি-দবী-ক কখনও তাঁর অংশভা-ব এবং কখনও সচ্চিদান্দ স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভা-ব দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর -কান ভা-ব দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না , তখন শ্রী রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষাত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শী পূজা আ-য়াজন করি-লন এবং সারদামণি-দবী-ক অভি-ষকপূর্ব্বক পূজা করি-লন। পূজাকা-লর শেষ দিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞান রহিতা ও সমাধিস্থা হইয়া ছিলেন বলিয়া লিখিত আ-ছ (উদ্ধৃত শ্রী শ্রী মা-য়র কথা , উ-দ্বাধন কার্য্যালয় , ভাদ্র ১৪১৮ , পৃ: ১৩-১৪)। অবিকল একইভা-ব প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী তাঁদের তপস্যার সূচনা করছেন। যদিও তাঁদের পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের তৃতীয় পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্মের পর (১৮৮২)। স্বামী - স্ত্রী সন্তান -কা-ল নি-য় প্রতিজ্ঞা কর-ছন -য ভবিষ্য-ত তা-দর আর আর সন্তান হ-ব না কারন তাঁরা অনুভব কর-ছন সন্তান অধিক হলে নারীর ক্ষেত্রে তা ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত ঘটায়। তাকে নিত্যদিন সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে আর আত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাধনার সময় নষ্ট ক-র। কিন্তু এ-দর ভাবনা আর এই সময়কার সমা-জর ভাবনার ম-ধ্য বিস্তর পার্থক্য ছিল। ১৮১৯ সা-ল প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকায় রাম-মাহন রায় ব-লন , শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলা-দর আর কিছু ব-ল বি-বচনা করা হয় না (মুরশিদ , -গালাম ; জানুয়ারী ২০০১ , পৃ ১৯)। সন্তান ধার-ণই -য নারী জীব-নর স্বার্থকতা তা শুধু এ -দ-শই নয় পৃথিবীর -বশিরভাগ -দ-শ এ ধারণা বলবৎ ছিল। এমনকী বিংশ শত-কর দ্বিতীয়া-র্ধ যখন সিমন দ্য বোভয়া তাঁর নারী সংক্রান্ত মতামত রাখছেন তখনও লিখছেন 'Woman ? very simple , say the fanciers of simple formulas: she is a womb , an ovary: she is a female - this word is sufficient to define her'.পুরুষত-ন্ত্রর দ্বারা নির্ধারিত এই গন্ডী-ক -ভ-ঙ চূড়মার ক-র দি-চ্ছ অ-ঘার প্রকাশ , সময়কালটা ১৮৯১।

প্রথম ছয়মা-সর সংকল্প ধী-র ধী-র অ-নক সাধনায় আজীব-নর সংক-ল্প পরিণত হ-য়ছিল। এই সময়কার কথা তাঁরা স্মরণ ক-র-ছন এইভা-ব দৃষ্টিসুখ বৃদ্ধি কর । .....স্মর-ণ যদি আনন্দ হয় , তাহা হই-ল দর্শ-নর আকাঙখা থা-ক না ; -সইরূপ দর্শ-নর আনন্দ না পাই-ল স্প-র্শর স-ম্ভাগ ছাড়ি-ত পারা কঠিন হয় (রায় , প্রকাশচন্দ ; ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ , পৃ ৯৯)। এই সময়ে স্ত্রীর অতলস্পর্শী মনেরও জল মাপ-ছন স্বামী। স্ত্রীর ম-ন যা-ত অত্যাধিক চাপ না প-র -সই জন্য নানা ধর্মা-লাচনার মাধ্য-ম তাঁ-ক তৈরী কর-ছন। -যমনভা-ব শ্রী রামকৃষ্ণ-দব তাঁর বৈরাগ্যসাধ-নর শিক্ষা দি-য়-ছন সারদা -দবী -ক। -যমনভা-ব সংসারের তুচ্ছতাকে কাটিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তরণে শিক্ষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে (ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ ; ১৩৭২ বঙ্গাব্দ , পৃ: ২৫-৩৮)।

অব-শ-ষ দীর্ঘ তপস্যার সমাপতন হল আত্মিক মিল-নর মাধ্য-ম। স্বামী - স্ত্রীর ম-ধ্য সম্পন্ন হল আধ্যাত্মিক বিবাহ। স্বামী - স্ত্রী দু'জ-নই রাজগী-রর ব্রক্ষ্মকু-ন্ডর ধা-র নি-জ-দর মস্তক মুন্ডন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচেছন। স্বামী লিখছেন তোমার মস্তক মুন্ডন করিয়া আমার হৃদ-য় অপূর্ব্ব আনন্দ হইল : -তামা-ক এমন সুন্দর আর কখনও -দখি নাই (ঐ , পৃ: ১০০)। -য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সব সময় নারীর রূপ -সৌন্দর্য্য-ক উপ-ভাগ ক-র-ছ -সখা-ন একজন পুরুষ স্ত্রীর মুন্ডিত মস্তক -দ-খ হৃদ-য় অনাবিল আনন্দ উপ-ভাগ কর-ছন - এই আনন্দ -দহজ বা বাহ্যিক রূপতৃষ্ণাজাত নয় , এই আনন্দ এক স্বর্গীয় ভালবাসা -থ-ক জাত। স্ত্রীর গৈরিকবসন ও মুন্ডিত মস্তক -যন তাঁ-দর আধ্যাত্মিক দাম্প-ত্যর প্রতীক।

১৯০১ সা-ল মারা যান অ-ঘারকামিনী। ১৯১১ সা-ল মারা যান প্রকাশচন্দ্র পত্নী স্মৃতিবিজরিত ক-ক্ষই। এই দিব্য দাম্পত্যর সমাপ্তিও হয় অন্যরকমভা-ব , সৎকা-রর পর প্রকাশচ-ন্দ্রর ইচছানুসা-র তঁর চিতাভস্ম অ-ঘারকামিনীর ভস্মাধা-র রাখা হয়। প্রকাশচন্দ্র তাঁ-দর জীবনীর শুরুতে সত্যি বলেছিলেন ঈশ্বর করুন এই যুক্ত জীবনের কাহিনী যেন নরনারীর কাজে লাগে।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

১. চক্রবর্ত্তী , সম্বুদ্ধ , দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮ অন্দরে অন্তরে , কলিকাতা , স্ত্রী
২. ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ , চিঠিপত্র(প্রথম খন্ড) , ১৩৭২ বঙ্গাব্দ
৩. দেবী , আশাপূর্ণা , ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ , সুবর্ণলতা , কলিকাতা , মিত্র ও ঘোষ
৪. মুরশিদ , গোলাম , জানুয়ারী ২০০১ , নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী , কলিকাতা , নয়াউ-দ্যাগ
৫. শ্রী শ্রী মা-য়র কথা , ভাদ্র ১৪১৮ , কলিকাতা , উ-দ্বাধন কার্যালয়

সাময়িক পত্র

অন্ত:পুর , ভাদ্র ১৩০৮বঙ্গাব্দ
মানসী ও মর্ম্মবানী , ভাদ্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

ইং-রজী গ্রন্থ

1. Beauvoir De Simone , 1997 , The Second Sex , London , Vintage